ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

# সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

হঠাৎই বলিউড জুড়ে শোরগোল, নড়েচড়ে বসেছে সালমান!

পৃঃ ৫

বড় সিদ্ধান্ত নিতে পারেন রোহিত শর্মা

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ২০৩ ● কলকাতা ● ০৭ শ্রাবণ, ১৪৩০ ● সোমবার ● ২৪ জুলাই, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

### সোমবার কলকাতা হাই কোর্টে

## পঞ্চায়েত নির্বাচন

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** ভোট সংক্রান্ত বিষয়ে মামলার পাহাড় নিয়ে একাধিক বার অসন্তোষ প্রকাশ করেছে কলকাতা হাই কোর্ট। কিন্তু দিন দিন পঞ্চায়েত সংক্রান্ত মামলার সংখ্যা মোটেও কমেনি, উল্টে বেড়েই চলেছে। হাই কোর্টের সোমবারের শুনানির তালিকা রয়েছে কমপক্ষে ৭৩টি পঞ্চায়েত ভোট সংক্রান্ত মামলা। এর মধ্যে অনেক জনস্বার্থ মামলাও রয়েছে।এর আগে পঞ্চায়েত এবং এই সংক্রান্ত রাজনৈতিক মামলা নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি। ওই দিন পর পর কয়েকটি মামলার শুনানির প্রেক্ষিতে তাঁর মন্তব্য ছিল, "সারা দিন ধরে একই ধরনের এত মামলা শুনতে হচ্ছে যে, সাধারণ মানুষ ভাবছে আমরা হয়তো কাজ করছি না। অনেকে আদালতে এসে ফিরে যাচ্ছেন। কারণ, অন্য মামলা শুনতে সময় পাচ্ছি না।" যদিও ওই দিন সোমবারের মতো এত মামলা শুনানির তালিকায় ছিল না। তালিকায় এত মামলার শুনানি দেখে অনেকে মনে করছেন, সোমবার যেন পঞ্চায়েত নির্বাচন রয়েছে হাই কোর্টে। এক আইনজীবী বলছেন, তালিকায় থাকা সব মামলার অনেক সময় শুনানি হয় না। ওই দিন কতগুলি মামলার শুনানি হবে এবং আদালত কী নির্দেশ দেবে, তা অবশ্য সময়ই বলবে।তালিকার

এরপর ৩ পাতায়

### তৃণমূলের বাড়ি ঘেরাও কর্মসূচি ঘোষণার পরই

## দিল্লিতে সুকান্ত, শুভেন্দুকে তলব!

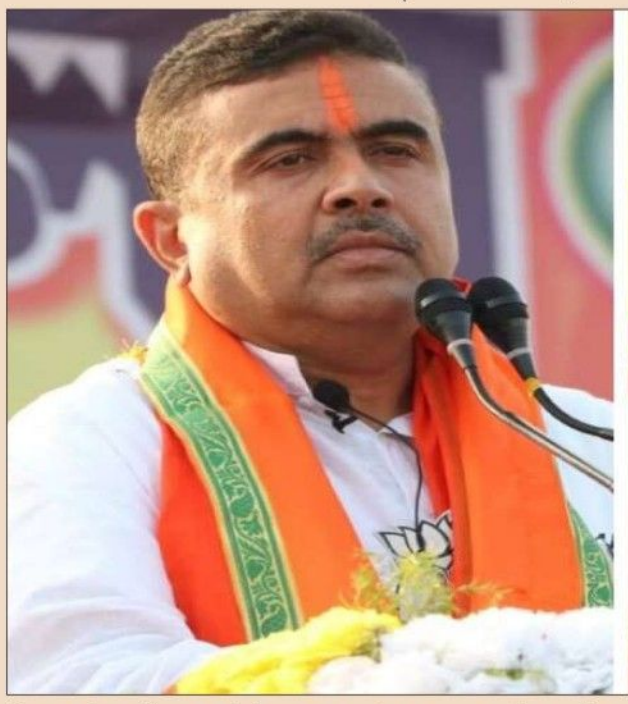

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** এবার অখণ্ড বাংলার পক্ষে সওয়াল সুকান্ত, শুভেন্দুর। একটাই বঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ। হঠাত শুরু বদল বঙ্গ বিজেপির । পূর্বে বঙ্গ ভাগের দাবি জানিয়ে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন একাধিক বিজেপি নেতা। তবে এবার পঞ্চায়েত ভোট শেষ হতেই ভিনু দাবি গেরুয়া নেতাদের।রাজ্য সরকার ও বিরোধী গেরুয়া শিবিরের সংঘাত চরমে। আগামী ৫ অগাস্ট রাজ্য বিজেপি নেতাদের বাড়ি ঘেরাও কর্মসূচীর ডাক দিয়েছেন তৃণমূল সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। যার বিরোধীতা করে অভিষেকের বিরুদ্ধে থানায় এফআইআর দায়ের করেন শুভেন্দু অধিকারী, বিজেপি নেতা রাজর্ষি লাহিড়ি সহ এক মহিলা বিজেপি নেত্রী। এই উত্তপ্ত আবহেই এবার বঙ্গ বিজেপি নেতাদের দিল্লি সফর।এই প্রসঙ্গে গতকাল শুভেন্দু বলেন, "ভাইপো যে উত্তরবঙ্গের নামটা মুছে দিতে চান সেটা জীবনেও হবে না। উত্তরবঙ্গ পশ্চিমবঙ্গের হৃদয়। টাইগার হিল থেকে তরাই, ডুয়ার্স, গৌরবঙ্গের রাজ থেকে শুরু করে কোচ রাজা, রাজবংশী সমাজ থেকে শুরু করে উত্তরের রায়ডাক, মহানন্দা, তিস্তা, তোর্সা এরা আমাদের সব চাইতে বড় সম্পদ। উত্তরবঙ্গের যন্ত্রনাটা যেদিন নির্বাচিত রাজ্য সরকার প্রশমিত করতে পারবে সেদিন এই উত্তরবঙ্গ বিভাজনের কথা কেও তুলবেনা বলে আমার বিশ্বাস।"

শুভেন্দুর এই মন্তব্যের পাল্টা প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন তৃণমূল নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার। তিনি বলেন, "বঙ্গ ভঙ্গের দাবি তো বিজেপিই করেছে। এখন বলছেন যে একই বঙ্গ। ওনারা পিছু হটছেন তো বটেই ঢোক গিলছে। আমি শুভেন্দু অধিকারীকে বলব দয়া করে এসব জ্ঞান, লেকচার বাদ দিয়ে অনন্ত মহারাজকে দিয়ে বলান

এরপর ৩ পাতায়

### লোকসভা ভোটের প্রস্তুতি

## শুরু করে দিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** লোকসভা ভোটের এখনও মাস দশেক বাকি। তবে তার প্রস্তুতি শুরু করেছে দিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। শনিবার পশ্চিমবঙ্গের সব জেলাশাসক এবং জেলাস্তরের অন্য নির্বাচনী আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করেন কমিশনের কর্তারা। প্রাথমিক ভাবে ইলেকট্রনিক ভোট যন্ত্রের (ইভিএম-ভিভিপ্যাট) প্রশিক্ষণ এবং ভোটার তালিকা সংশোধনের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে এ দিন।রাজ্যে এখন বুথের সংখ্যা প্রায় ৭৯ হাজার। প্রতি বছরের মতো এ বছরও ভোটার সংখ্যা বাড়বে বলেই মনে করছে কমিশন। তাদের নিয়ম অনুযায়ী একটি বুথে সর্বাধিক ১৫০০ ভোটার থাকতে পারেন। ফলে চূড়ান্ত ভোটার সংখ্যার নিরিখে বুথ বিভাজনের কাজও করতে হবে।

প্রশাসনিক পর্যবেক্ষকদের অনেকে মনে করছেন, আইনশৃঙ্খলা এবং ভোট ব্যবস্থাপনার উপর আরও কড়া নজরদারি রাখবে কমিশন। সদ্য সমাপ্ত পঞ্চায়েত ভোটের তথ্য, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিত্তিসবই আসবে আতশকাচের তলায়। এমনকি, বিডিওদের একাংশের ভূমিকা যে ভাবে

এরপর ৩ পাতায়


# সাতকাহন

{কবিতা সংকলন}

ছায়াপথ প্রকাশনী
আলোর মিছিল

সম্পাদনায়:- অদিতি আচার্য্য ও মৃত্যুঞ্জয় সরদার

* GOVT. REGD
* ISBN allocation
* Online/Offline selling

লেখা পাঠানোর প্রক্রিয়া

১. স্রষ্টার কবিতা যেকোনো পর্যায়ের হতে পারে।
২. কবিতা সর্বাধিক ২৪ লাইনের হতে পারে।
৩. লেখা পাঠানোর ৩দিনের মধ্যে মনোনীত হলে যোগাযোগ করা হবে।
৪. what'sapp এ টাইপ বা document করে লেখা পাঠাতে হবে।

নির্বাচিত সাহিত্যিকদের জন্যে থাকছে মানপত্র এবং মেমেন্টো।

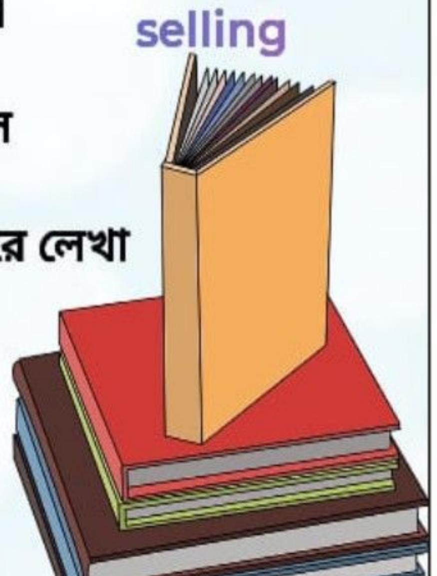

-:লেখা পাঠানোর ঠিকানা:-
what's app :- 7439971094
সময়সীমা:- ৩০শে জুলাই, ২০২৩ এর মধ্যে।

প্রিবুক মূল্য:-
২৫০ টাকা মাত্র

বি: দ্র: - বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্যিক, অভিনেতা, সঙ্গীত এবং নৃত্য জগতের দিকপালরা, সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে বইটি।

আমরা সৌজন্য সংখ্যা দিতে অপরাগ, একটি কপি প্রিবুক করে নেওয়ার অনুরোধ জানাই।

Chayapoth Publication Facebook Page



একটি উন্নততর আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

# সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন

রেজিস্টার্ড অফিস : সরবেড়িয়া, পোঃ-এফ.এস. হাট, থানা - ন্যাজাট, জেলা - উঃ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩২৯
E-mail : sarberia.annoor.mission@gmail.com ● Website : annoormission.org

প্রতিষ্ঠাতা : মরহুম আলহাজ্ব আব্দুল হামিদ

২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি চলিতেছে

যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা ২০২৩ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে তারা অভিভাবক সহ সরাসরি মিশনে এসে Spot Exam এর মাধ্যমে একাদশ শ্রেণিতে কলা ও বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হতে পারবে এবং মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল বের হলে ৭৫ শতাংশ নম্বর বিজ্ঞান বিভাগ ও ৬০ শতাংশ নম্বরে কলা বিভাগে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে। মেধাবী ও দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে। সত্ত্বর যোগাযোগ করুন।

আসন সংখ্যা সীমিত

Gilr's Hostel

Boy's Hostel

মোস্তাক হোসেন
প্রধান পৃষ্ঠপোষক
কর্ণধার
পতাকা শিল্পগোষ্ঠী

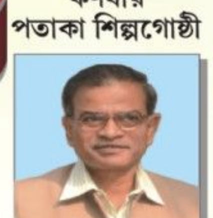

সেখ নুরুল হক
চেয়ারম্যান
অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল
অবসরপ্রাপ্ত আই.এ.এস

জাকির হোসেন মোল্লা
সম্পাদক
সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন
মোঃ - ৯৭৩২ ৫৩১ ১৭১

মাধ্যমিক ফলাফল -২০২২

| বোর্ড/কাউন্সিল | | মোট পরীক্ষার্থী | স্টার | প্রথম বিভাগ | দ্বিতীয় বিভাগ | সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBSE | ছাত্রী | ২৮ | ০৩ | ২০ | ০৫ | ৫৮১ |
| | ছাত্র | ০৯ | ০৩ | ০৪ | ০২ | ৫৬৬ |
| | সর্বমোট | ৩৭ | ০৬ | ২৪ | ০৭ | |

উচ্চমাধ্যমিক ফলাফল -২০২২

| বোর্ড/কাউন্সিল | | মোট পরীক্ষার্থী | >90 % | 90-80 % | স্টার মার্কস | সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WBCHSE | ছাত্রী (বিজ্ঞান) | ০৮ | ০১ | ০৮ | ০৮ | ৪৬২ |
| | ছাত্র (বিজ্ঞান) | ০৬ | ০১ | ০৬ | ০৬ | ৪৫৪ |
| WBCHSE | ছাত্রী (কলা) | ১৬ | ০০ | ১৪ | ১৬ | ৪৪১ |
| | ছাত্র (কলা) | ০২ | ০০ | ০২ | ০২ | ৪৪১ |
| | সর্বমোট | ৩৭ | ০৬ | ২৫ | ৩২ | |

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন
97 34 54 95 05 / 95 64 01 19 06

আবাসিক শিক্ষক চাই
- জীববিদ্যা
- পুষ্টিবিদ্যা
- পদার্থবিদ্যা
- শিক্ষাবিজ্ঞান
- আরবী (এম.এম)

## তৃণমূলের ২১ জুলাই সমাবেশে এসে

# চিকিৎসা পেলেন হাজার মানুষ, হাসপাতালেও রেফায় শয়ে-শয়ে

**কলকাতা : নিউজ সারাদিন :** শহিদ সমাবেশে উপলক্ষে তিনদিনের ক্যাম্পে ৯ হাজার জনের চিকিৎসা করল প্রোগ্রেসিভ ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন। শুধুমাত্র শহিদ সমাবেশের দিন ধর্মতলার অস্থায়ী ক্যাম্পেই ২২০০ জনের চিকিতসা। প্রোগ্রেসিভ ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ১৮ জুলাই থেকে ২১ জুলাই পর্যন্ত শহর কলকাতার একাধিক জায়গায় ক্যাম্প করা হয়েছিল। প্রসঙ্গত, একুশে জুলাই তৃণমূল কংগ্রেসের শহীদ সমাবেশ উপলক্ষে স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে সমস্ত হাসপাতাল গুলিকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ব্লাড ব্যাংক গুলিকেও নিজেদের পর্যাপ্ত মতো রক্ত প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছিল। যা নিয়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছিল রাজনৈতিক মহলে। চিকিৎসক সংগঠনের পক্ষ থেকে মুখ্য সচিব কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ও রাজ্যপালকে এর বিরুদ্ধে চিঠি দেওয়া হয়েছিল। একটা দলীয় রাজনৈতিক অনুষ্ঠানের জন্য কেন স্বাস্থ্য ভবনের পক্ষ থেকে সরকারি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছিল, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়।ধর্মতলার মেগাক্যাম্প মিলিয়ে প্রায় ১১টি মেডিক্যাল ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছিল। যার প্রধান নেতৃত্বে ছিলেন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ডাঃ নির্মল মাজি এবং মহাসচিব ডাঃ শান্তনু সেন। সেখান সমাবেশের জন্য বহু মানুষের চিকিৎসা করা হয়েছে। অনেকের ক্ষেত্রে অবস্থা গুরুতর হওয়ার জন্য তাঁদের রেফার করা হয়েছিল বিভিন্ন হাসপাতালে।

প্রোগ্রেসিভ ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এই সমস্ত অস্থায়ী মেডিকেল ক্যাম্প তৈরি করা হয়েছিল তাতে ইসিজি, স্যালাইন, রক্তপরীক্ষা ও অক্সিজেন সাপোর্টসহ প্রাথমিক চিকিতসার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তাতে শুধুমাত্র আজকেই ধর্মতলা মেগা মেডিকেল ক্যাম্পে ইসিজি,স্যালাইন, রক্তপরীক্ষা, অক্সিজেন সাপোর্ট দেওয়া হয়েছে ২৫০ রোগীর এবং ২২০০ রোগীর অন্যান্য রোগের প্রাথমিক চিকিতসা করা হয়েছে। প্রোগ্রেসিভ ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ডায়োরিয়া, সুগার নেমে যাওয়া, বমি, জ্বর, কাশি, চোটলাগা, ডিহাইড্রেশন, সানস্ট্রোক রোগী দেখা হয়েছে। প্রাথমিক চিকিতসা করে দেওয়া হয়েছে।তবে অনেকের চোট গুরুতর ছিল যার জন্য সেলাইয়ের প্রয়োজন সে সমস্ত করতে যে হাসপাতাল ফাঁকা পাওয়া গেছে সেখানেই রেফার করে দেওয়া হয় তাঁদের। মূলত কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ, এম আর বাঙুর হাসপাতাল, আরজিকর, নীলরতন সরকার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে রোগীদের। এই ক্যাম্পের জন্য মোট ১৫০ জন চিকিৎসক (অ্যালোপ্যাথি ও আয়ুশ সহ), ৩৫ জন নার্স, ২০ জন ফার্মাসিস্ট, ১৫ জন টেকনিশিয়ান ক্যাম্পে যুক্ত ছিলেন।

## খেলতে খেলতে অসতর্কতায় ৪০ ফুট

# কুয়োয় পড়ে গেল ৩ বছরের শিশু!

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** খেলতে খেলতে অসতর্কতায় ৪০ ফুট গভীর কুয়োয় পড়ে গেল ৩ বছরের এক শিশু! বিহারের নালন্দায় কুল গ্রামে ঘটেছে এই ঘটনা। তাকে উদ্ধার করতে সেখানে হাজির হন উদ্ধারকারী দল। দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় শিবম নামের শিশুটিকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। তার গলার আওয়াজও শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। শিবমের মা জানিয়েছেন, তিনি খেতে কাজ করতে গিয়েছিলেন। তাঁর ছেলে কাছেই খেলা করছিল। কিন্তু আচমকাই পা ফসকে সে পড়ে যায় ওই দীর্ঘ কুয়োয়। জেসিবি মেশিনের সাহায্যে মাটির নিচে আটকে থাকা শিশুটিকে অক্সিজেন পৌঁছে দেওয়া এবং তাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করা হচ্ছে। পুরো এলাকা ঘিরে ফেলা হয়। মেডিক্যাল টিমও ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়।

জানা যাচ্ছে, এক কৃষক মাটি খুঁড়ে ওই কুয়োটি তৈরি করলেও পরে আর সেটিকে বুজিয়ে দেয়নি। আর তাতেই ঘটে গেল অঘটন। শিবমের মা ও বাবাকে খবর দেয় তার খেলার সঙ্গী। তাকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করে আপাতত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে খবর।ঘটনাস্থল থেকে এক পুলিশ অফিসার জানিয়েছেন, 'আমরা খবর পেয়েছিলাম একটি শিশু কুয়োয় পড়ে গিয়েছে। তারপর থেকে শিশুটিকে উদ্ধার করার সবরকম চেষ্টা চলছে। শিশুটি এখনও জীবন্ত, আমরা ওর কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি।

## ভালোবেসে বিয়ে,বিয়ের মাত্র ৬ মাসের মাথায়

# গৃহবধুর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য এলাকায়

**সানু ইসলাম : নিউজ সারাদিন** : রতুয়া ২ নম্বর ব্লকের নৌওগামা গ্রামে তামান্না খাতুন নামে এই গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়।তামান্না খাতুনের পরিবারের লোকজনেরা জানান গত ছয় মাস আগে তামান্না খাতুন নওগোমা গ্রামের বাসিন্দা তাফিরুল ইসলাম সাথে পালিয়ে বিয়ে করে।বিয়ের একমাস পর থেকেই তাফিরুল ইসলাম এবং তার পরিবারের লোকজন টাকার দাবিতে তামান্না খাতুন এর উপরে নির্যাতন করত।এর আগেও বেশ কয়েকবার টাকার দাবিতে তাফিরুল ইসলাম তামান্না খাতুন এর গায়ে ব্লেড দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় কেটে দেয়।এমনটাই পারবান বিবি জানান,স্বামী এবং শ্বশুর বাড়ি লোকজনদের অত্যাচারে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে এমনটাই মেয়ের পরিবার সূত্রে জানা যাচ্ছে।এটি আত্মহত্যা নাকি এর পিছনে কোনো রহস্য লুকিয়ে রয়েছে তদন্তে নেমেছে পুকুরিয়া থানার পুলিশ।পুলিশ দেহটিকে ময়না তদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠাই।

## নির্যাতিতা' মহিলাদের বিরুদ্ধেই মামলা!

# প্রতিবাদে টানা ২৪ ঘণ্টা মালদহে অবরোধ বিজেপির

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** চুরির অভিযোগে দুই আদিবাসী মহিলাকে নগ্ন করে বেদম প্রহারের ভিডিও ভাইরাল।যদিও সেই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি 'সংবাদ প্রতিদিন'। সেই ঘটনা ঘিরে তোলপাড় জাতীয় রাজনীতিও। বাংলায় নারীদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে একের পর এক আক্রমণ শানিয়েছেন কেন্দ্রের বিজেপি নেতারা।আদিবাসী মহিলাদের নির্যাতনের ঘটনায় পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে শনিবার দুপুর ২টো থেকে মালদহ টাউনে জেলা পুলিশ সুপারের অফিস ঘেরাও করেছিলেন বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু। তাঁর নেতৃত্বে শামিল হয়েছিলেন অন্যান্যরাও। রবিবার সকাল থেকে তির-ধনুক নিয়েও অবরোধে শামিল হন একাংশ। এসপি-র সঙ্গে দেখা করে নিজেদের দাবি জানাতে চেয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু এসপি দেখা করেননি। রাতভর চলে তাঁদের অবরোধ। এরপর রবিবার দুপুরে অবরোধকারীদের সঙ্গে দেখা করেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অমিত সাউ। দোষীদের দ্রুত গ্রেপ্তারির আশ্বাস দিলে অবরোধ প্রত্যাহার করেন বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু। তবে তা সত্ত্বেও অশান্তির আঁচ কমছে না।

অন্যদিকে, বিজেপি মহিলা মোর্চা এ বিষয়ে কড়া পদক্ষেপের পথে হাঁটছে। মালদহ থেকে প্রতিবাদ কর্মসূচি কলকাতার বুকে ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে তাদের। নির্যাতনের যে ভিডিও ভাইরাল হয়েছে ইতিমধ্যে, তা যেন আরও ছড়িয়ে না পড়ে, সেই আবেদন নিয়ে পথে নামবেন মহিলা মোর্চার সদস্যরা। আগামী সপ্তাহে শ্যামবাজারের তাঁদের কর্মসূচি রয়েছে বলে খবর।ঘটনার প্রতিবাদে মালদহ উত্তরের বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুর নেতৃত্বে টানা ২৪ ঘণ্টা অবরোধ চালিয়েছেন নেতা, কর্মীরা। রবিবার দুপুর ২টো নাগাদ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের আশ্বাসে অবরোধ ওঠে। এখনও পর্যন্ত ৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

এদিকে, ঘটনার জল গড়িয়েছে বহু দূর। যে মহিলাদের নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে, তাঁদের বিরুদ্ধেই থানায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। মাস খানেক আগে এক মৃত্যুর ঘটনায় স্থানীয়রা থানা ঘেরাও করেন। সেই মামলায় পুলিশ এই দুই মহিলার নামও জুড়েছে বলে খবর। তাঁরা আপাতত থানায় রয়েছেন। তা নিয়েই আপত্তি স্থানীয়দের। কেন নির্যাতিতদের থানায় নিয়ে যাওয়া হল? সেই প্রশ্ন তুলছেন সকলে।

## মঙ্গলাহাটে অগ্নিকাণ্ডে অভিযোগ

# দায়ের পুলিশের, কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কথা উল্লেখ এফআইআরে

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** মঙ্গলাহাটে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় অভিযোগ দায়ের করল পুলিশ। দমকল কর্তৃপক্ষের রিপোর্টের ভিত্তিতে দায়ের করা হয়েছে ওই এফআইআর। শুরু হয়েছে হাট কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশে মঙ্গলাহাট অগ্নিকাণ্ডের তদন্তভার হাতে নিয়েছে সিআইডি। শুক্রবার রাতভর ঘটনাস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ করেছেন গোয়ান্দারা। ফরেন্সিক রিপোর্টও পুলিশের হাতে এসেছে। শনিবার

এরপর ৩ পাতায়

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে। সব রাজ্যে, সব জেলা ও মহকুমাতে।

যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,

যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

সম্রাজ্ঞী
{কবিতা সংকলন}
সম্পাদিকা:- অদিতি আচার্য্য

ছায়াপথ প্রকাশনী
আলোর মিছিল

লেখা পাঠানোর প্রক্রিয়া

* GOVT. REGD
* ISBN allocation
* Online/Offline selling

১. স্রষ্টার কবিতা যেকোনো পর্যায়ের হতে পারে।
২. কবিতা সর্বাধিক ২৪ লাইনের হতে পারে।
৩. লেখা পাঠানোর ৩দিনের মধ্যে মনোনীত হলে যোগাযোগ করা হবে।
৪. what'sapp এ টাইপ বা document করে লেখা পাঠাতে হবে।

নির্বাচিত সাহিত্যিকদের জন্যে থাকছে মানপত্র এবং মেমেন্টো।

-:লেখা পাঠানোর ঠিকানা:-
what's app :- 8207240867
সময়সীমা:- ৩০শে জুলাই, ২০২৩ এর মধ্যে।

বি: দ্র: - বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বাংলা চলচ্চিত্র অভিনেতা অভিনেত্রীরা, সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে বইটি।

আমরা সৌজন্য সংখ্যা দিতে অপরাগ, একটি কপি প্রিবুক করে নেওয়ার অনুরোধ জানাই।

Chayapoth Publication Facebook Page

১-ম পাতার পর

# তৃণমূলের বাড়ি ঘেরাও কর্মসূচি ঘোষণার পরই দিল্লিতে সুকান্ত, শুভেন্দুকে তলব!

আপনাদের সকলের সামনে। যে আমি বঙ্গভঙ্গ চাই না।" অন্যদিকে বড় খবর, আজ দিল্লিতে যাচ্ছেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং সাধারণ সম্পাদক অমিতাভ চক্রবর্তী। জরুরি ভিত্তিতে বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্বকে রাজধানীতে তলব কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের। সূত্রের খবর, সোমবার সকালে দিল্লিতে হবে বঙ্গ বিজেপির মেগা বৈঠক।

১-ম পাতার পর

# লোকসভা ভোটের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন

প্রশ্নের মুখে পড়েছে, তা-ও নজরে রাখতে পারে দিল্লির নির্বাচন সদন। নভেম্বর নাগাদ রাজ্যে আসতে পারেন জাতীয় নির্বাচন কমিশনাররা। এই প্রশিক্ষণকেই প্রস্তুতির সূচনা বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকদের অনেকে।

নির্বাচন কমিশন সূত্রের খবর, আগামী ১৯ অগস্ট রাজ্যে আসতে পারেন তিন জন ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার। লোকসভা নির্বাচনের আগে সামগ্রিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখাই লক্ষ্য। ১ অগস্ট থেকে রাজ্যে শুরু হবে ইলেকট্রনিক ভোট যন্ত্রের প্রথম পর্যায়ের যাচাইয়ের কাজও। সেখানে কমিশনের স্বীকৃত সব রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত থাকবেন।

প্রশাসনিক পর্যবেক্ষকেরা মনে করিয়ে দিচ্ছেন, অতীতে ইভিএম নিয়ে বিস্তর অভিযোগ তুলেছিলেন বিরোধীরা। কমিশনের সিদ্ধান্তে গত বিধানসভা ভোট থেকে আরও আধুনিক (ভিভিপ্যাট) যন্ত্রের ব্যবহার শুরু হয়েছে। এতে এক জন ভোটার কোন দলকে ভোট দিলেন, ভোটদানের পরে অল্প কিছু ক্ষণ তা দেখতে পারবেন। সেই প্রমাণ জমা পড়বে যন্ত্রের নির্দিষ্ট জায়গায়। ভোট গণনার সময় ইভিএম-এ প্রাপ্ত ভোটের সঙ্গে তা মিলিয়ে দেখা হয়। কমিশন সূত্র জানাচ্ছে, এ বার একশো শতাংশ জায়গায় এই যন্ত্রের ব্যবহার হবে। তাই প্রশিক্ষণ নিবিড় হওয়া প্রয়োজন।

এ দিন ভোটার তালিকা সংশোধনের উপরেও জোর দেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, সেই তালিকা ত্রুটিমুক্ত করতে কী করণীয়, জেলা কর্তাদের তা-ও জানানো হয়েছে। ছিলেন জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ইভিএমের বিশেষজ্ঞ আধিকারিক বিসি পাত্রও।

কমিশন সূত্র জানাচ্ছে, ভোটার তালিকায় অনেক মৃত মানুষের নাম এখনও রয়ে গিয়েছে। বিবাহিত মহিলাদের অনেকেরই পিত্রালয় এবং শ্বশুরবাড়ি, দু'জায়গাতেই নাম রয়েছে। সেগুলি সংশোধনের পাশাপাশি ভোটার তালিকায় নাম তোলার পদ্ধতি আরও সরল করা হয়েছে। ১ নভেম্বর থেকে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ শুরু হওয়ার কথা। ১ জানুয়ারি তা চূড়ান্ত হবে। ৫ জানুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ পাওয়ার কথা।

১-ম পাতার পর

# সোমবার কলকাতা হাই কোর্টে 'পঞ্চায়েত নির্বাচন

বাইরেও কয়েকটি মামলা শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আইনজীবীদের একাংশের ধারণা, পঞ্চায়েত ভোটের দিন ঘোষণা থেকে এত দিন পর্যন্ত মামলার সংখ্যা অনায়াসে শতাধিক পার করে দিয়েছে। তবে এক দিনে পঞ্চায়েতের ৭৩টি মামলা শুনানির তালিকায় রয়েছে এর আগে দেখা যায়নি। রাজ্যের পঞ্চায়েত ভোটের জন্য সোমবারের দিনটি হাই কোর্টে গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। ছুটির দিন বাদ দিয়ে উচ্চ আদালতের প্রতি দিন মামলার তালিকা প্রকাশ করা হয়। ওই তালিকা থেকেই নির্ধারিত হয় কোন মামলা কখন শুনানি হতে পারে। হাই কোর্টের সোমবারের তালিকা বলছে, পঞ্চায়েত ভোটের অন্তত ৭৩টি মামলা শুনানির তালিকায় রয়েছে। প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের যৌথ বেঞ্চে রয়েছে প্রায় ২৬টি জনস্বার্থ মামলা। সকাল সাড়ে ১০টা থেকে প্রধান বিচারপতির এজলাসে এই মামলাগুলির শুনানি শুরু হওয়ার কথা। শুরুতেই রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী-সহ কয়েক জনের করা পঞ্চায়েত ভোটে হিংসা, অশান্তি, কারচুপির অভিযোগ সংক্রান্ত মামলাগুলির শুনানি রয়েছে। গত শুনানিতে এই মামলাতেই হাই কোর্ট জানিয়েছিল, আদালতের নির্দেশের উপরেই জয়ী প্রার্থীদের ভবিষ্যত নির্ভর করবে। সেই মতো রাজ্য নির্বাচন কমিশন জয়ীদের উদ্দেশে বিজ্ঞপ্তিও জারি করে। সোমবার পঞ্চায়েত ভোটে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণের মামলাটিরও শুনানি রয়েছে। এই মামলাটি করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী। এ ছাড়া ভোটের শংসাপত্র দেওয়া হয়নি এমন সব অভিযোগের একাধিক মামলার শুনানি রয়েছে। ওই দিন শুনানির তালিকায় রয়েছে রাজ্যে আরও এক মাস কেন্দ্রীয় বাহিনী রাখার আবেদনও। প্রধান বিচারপতির এজলাস ছাড়া বিচারপতি অমৃতা সিংহের একক বেঞ্চে প্রায় ২৮টি মামলা রয়েছে। এর মধ্যে গণনাকেন্দ্রের বাইরে ব্যালট পেপার উদ্ধার হওয়া, ভুয়ো ব্যালট, ভোট বাতিল, ছাপ্পা ভোট, জয়ী প্রার্থী কে, তা নিয়ে বিতর্ক, ভোটের শংসাপত্র-সহ মামলাগুলি শুনানির তালিকায় রয়েছে। এ ছাড়া বিচারপতি সিংহের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে তিনটি মামলার শুনানি রয়েছে। ওই মামলাগুলি বিচার করতে পারেন বিচারপতি অরিজিত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিচারপতি অপূর্ব সিংহ রায়ের যৌথ বেঞ্চ। সোমবার শুনানির তালিকায় প্রায় ১৬টি মামলা রয়েছে বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের এজলাসে। এখানে ভোট পরবর্তী হিংসা, বিরোধীদের উপর অত্যাচার, বিরোধী প্রার্থীদের প্রতি পুলিশের অতিসক্রিয়তার অভিযোগ, নিরাপত্তার আবেদনগুলির শুনানির জন্য রয়েছে। হাই কোর্টের আরও কয়েকটি বেঞ্চের শুনানির তালিকায় রয়েছে পঞ্চায়েত সংক্রান্ত মামলা।

# পুজোর আগে কল্পতরু পশ্চিমবঙ্গ সরকার!

# এদের ৮০ হাজার টাকা দেওয়ার ঘোষণা রাজ্যের

**স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন :** এবার হকারদের পাশে দাঁড়াতে মানবিক পদক্ষেপ নিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার । জানা যাচ্ছে, রাজ্যের সব পুরসভা ও পুরনিগম এলাকার হকারদের দেওয়া হবে বিশেষ সুযোগ। আশা করা হচ্ছে রাজ্য সরকারে এই নতুন স্কিমে আসন্ন পুজোয় একটু হাসির আলো দেখতে পারবে রাজ্যের হকাররা। পুজোর আগে সরকারের এই পদক্ষেপ যে হকারদের জন্য সত্যিই ভালো হবে সেকথা বলাই বাহুল্য। খবর প্রকাশ্যে আসতেই আশার আলো দেখছেন রাজ্যের হকাররা। ওয়াকিবহল সূত্রে খবর, এটার জন্য সবকটি পুরসভাকে উদ্যোগী হতে বলেছে সরকার। এখন দেখা যাক আসন্ন পুজো হকারদের জন্য আশার আলো আনে কি না। আসলে পুজো মানেই জামাকাপড় কেনার ধুম। এই সময়টা একটু রোজগারের মুখ দেখে হকার বা ছোট ব্যবসায়ীরা। তবে হাতে টাকা কম থাকলে ব্যবসা বাড়ানোর সুযোগ থাকেনা। এমন পরিস্থিতিতে অনেকেই টাকার অভাবে ব্যবসা বাড়াতে পারেনা। তাই সেইসব হকারদের স্বাবলম্বী করে তুলতে তিন দফায় মোট ৮০ হাজার টাকা ঋণ (Bank Loan) দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

জানা যাচ্ছে, প্রথম দফায় দেওয়া হবে ১০ হাজার টাকা। সেই ঋণ পরিশোধ করতে পারলে দেওয়া হবে পরের দফার ঋণ। এই পরিমাণ হল ২০ হাজার টাকা। এবং এই ঋণ পরিশোধ করার সর্বোচ্চ সীমা হল ১ বছর। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এই ঋণ পরিশোধ করতে পারলে ঐ হকার পাবেন আরও ৫০ হাজার টাকা।

সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, যে ব্যাঙ্ক এই ঋণ দেবে তাদের নির্ধারিত সুদের হারের উপর ৭ শতাংশ ছাড় পাবে হকাররা। এটার জন্য হকাররা যে পুরসভা বা পুরনিগম এলাকায় ব্যবসা করেন সেখানে গিয়ে আবেদন করতে হবে তাদের। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জায়গায় প্রায় ৭৫ হাজার ২৭২টি আবেদন জমা পড়েছে। তারমধ্যে ৪৬ হাজার ৫৬৯টি আবেদন অনুমোদিতও হয়েছে।

নবান্ন সূত্রে খবর, ৩৫ হাজার ৩৩৮ জন হকার ইতিমধ্যে ঋণ পেয়েও গিয়েছেন। ইতিমধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন ব্যাঙ্ক ৩৯ কোটি ৩১ লক্ষ টাকার ঋণ দিয়েছে। ঋণ অনুমোদন করেছে ৫২ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকার। মূলত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিই এই ঋণগুলি দিচ্ছে। পাশাপাশি এটাও শোনা যাচ্ছে, গ্রামীণ এলাকার কোনও বাসিন্দা পুর-এলাকায় হকারি করলে তিনিও এই সুবিধা পাবেন। এটার জন্য প্রতিটা পুরসভায় এই প্রকল্পের জন্য একজন করে নোডাল অফিসারও দেওয়া হয়েছে।

# চোখে ক্ষত নিয়ে আমেরিকার হাসপাতালে অভিষেক,

**স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন :** নেশার টাকা জোগাড় করতে ৬ মাসের শিশুকে বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল উত্তর ২৪ পরগনার পানিহাটিতে। ২ লাখ টাকায় শিশুকে বিক্রির অভিযোগ উঠেছে। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত শিশুর মা ও বাবাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সম্প্রতি দম্পতির ৬ মাসের শিশুপুত্রকে দেখতে পাচ্ছিলেন না স্থানীয়রা। এর মধ্যেই হঠাত বাড়িতে ফের বিদ্যুত সংযোগ চলে আসে। তার কয়েক দিনের মধ্যেই বেড়াতে চলে যায় দম্পতি। এতে সন্দেহ আরও তীব্র হয় এলাকাবাসীর। এরপর প্রতিবেশীরা ছেলে কোথায় জিজ্ঞাসা করলে, জয়দেব জানায়, তাকে মামারবাড়িতে বাড়িতে রেখে আসা হয়েছে। কিন্তু সেই কথা বিশ্বাস করেননি এলাকাবাসীরা। এরপরেই খড়দা থানায় বিষয়টি জানান তাঁরা। পুলিশকর্মীরা গিয়ে শিশুটির মা-কে জেরা করে জানতে পারেন, শিশুটি একজনকে দিয়ে দিয়েছে সে। পানিহাটির বাসিন্দা প্রিয়াঙ্কা ঘোষ নামে এক মহিলার কাছে ২ লক্ষ টাকার বিনিময়ে বিক্রি করা হয় বলে অভিযোগ। সেই মহিলাকেও জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। উদ্ধার করা হয়েছে শিশুটিকেও। স্থানীয়দের অভিযোগ, এলাকার বাসিন্দা জয়দেব চৌধুরী-সাথী চৌধুরী-সহ গোটা পরিবারের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে মাদক বিক্রির অভিযোগ রয়েছে। দম্পতি নিজেরাও মাদকাসক্ত। মাদক কারবারে যুক্ত থাকায় এর আগে একাধিকবার গ্রেফতারও করা হয়েছে তারা। দম্পতির একটি ৮ বছরের কন্য সন্তান ও ৬ মাসের শিশুপুত্র রয়েছে। বাড়িতে রয়েছেন অসুস্থ বৃদ্ধা মাও। স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, পরিবারটি এলাকায় বরাবরই উপদ্রবের কারণ। এর আগেও পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে নিয়ে গিয়েছে। এমনকী মাদকের খোঁজে বাড়িতে তল্লাশিও হয়েছে বহুবার। বিল না মেটানোয় বাড়ির বিদ্যুত সংযোগও কেটে দিয়ে গিয়েছিলেন দফতরের কর্মীরা। নেশার টাকার জোগাড় করতে ২ লাখে সন্তানকে 'বিক্রি' বাবা-মায়ের।

# কোন উদ্দেশ্যে পৃথিবীকে আড়াআড়ি ভাবে খুঁড়ছে চিন?

# সামনে বিপদঘণ্টা বাজবে না তো?

**স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন :** বিভিন্ন দেশ বিভিন্নভাবে প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগানোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। কোনও দেশ বৈধ উপায়ে তো কোনও দেশ পরিবেশের তোয়াক্কা না করে। এমন কাজে পৃথিবীকে কতটা ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে, সেই হিসেব কোনও দেশই রাখছে না। বহু দেশই পাহাড়, সমুদ্র সব কিছু থেকে প্রাকৃতিক সম্পদ লুট করার প্রস্তুতি শুরু করেছে। সিচুয়ান এলাকাটি চিনের দক্ষিণ-পূর্ব প্রদেশে অবস্থিত। এতে প্রচুর সম্পদ সঞ্চিত রয়েছে। জায়গাটি মশলাদার খাবার, দর্শনীয় পর্বত এবং পান্ডার জন্য পরিচিত। এছাড়াও চিনের বৃহত্তম শেল গ্যাসের মজুত রয়েছে এখানে। তাই এই জায়গাকেই বেছে নেওয়া হয়েছে কূপটি খনন করার জন্য।

মাটির তলার প্রাকৃতিক গ্যাসকে কী কাজে লাগাবে চিন?

চিনা সরকারের মতে, তারা পৃথিবীর অন্দরের প্রাকৃতিক গ্যাসকে বিভিন্ন উপায়ে কাজে লাগাতে পারবে। বিদ্যুতের ঘাটতি থেকে শুরু করে জ্বালানির অভাব, সবটাই পূরণ হবে এই গ্যাসের মাধ্যমে। এমনকী তারা চায়, এই গ্যাস বিশ্বের সমস্ত দেশে রপ্তানি করতে। এতে বিশ্ব জুড়ে যে হারে জ্বালানির দাম বাড়ছে, তা কিছুটা হলেও কমিয়ে আনা যাবে। এমনটাই দাবি করেছে চিন সরকার। এছাড়াও চিন সরকারের মতে, চিনের সরকারি কোম্পানিগুলি পৃথিবীর অভ্যন্তরে থাকা প্রাকৃতিক গ্যাস, তা যত কিলোমিটারই থাকুক না কেন, তারা বের করে আনবেই। এই প্রকল্পের আওতায় চিন ইতিমিধ্যেই ১০ কিলোমিটার কূপ খনন শুরু করেছে।

পৃথিবীর অন্দরের সম্পদ দেখতে ১০ হাজার মিটার গভীর গর্ত খুঁড়ছে চিন। দ্রুত তারা পৃথিবীর গর্ভে পৌঁছানোর চেষ্টা করছে। ধরিত্রীর অন্দরের প্রাকৃতিক সম্পদ তুলবে, এমনই অভিলাষ চিনের। চিন মাটিতে ১০ হাজার মিটার অর্থাত ১০ কিলোমিটার গর্ত খনন শুরু করেছে। চিনের সিনহুয়া বার্তা সংস্থা জানিয়েছে, চিনের জাতীয় পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এই কাজটি করছে সিচুয়ান প্রদেশে।

এমন সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণ কী?

সংস্থাটির মতে, চিনা সরকার প্রাকৃতিক গ্যাসের সন্ধান করছে। আর সেই গ্যাস মাটির তলাতেই রয়েছে। সেই গ্যাস পাওয়ার জন্যই মাটিতে ১০ হাজার মিটার অর্থাত ১০ কিলোমিটার গর্ত খনন শুরু করেছে। চিনা বার্তা সংস্থা সিনহুয়া জানায়, এই গর্তের গভীরতা ১০,৫২০ মিটার (৬.৫ মাইল)। প্রকল্পটি এর আগে ঈঘচঈ (চায়না ন্যাশনাল পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন) চলতি বছরের মে মাসে জিনজিয়াং প্রদেশে খনন করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তখন বিশেষ কোনও কারণে সম্ভব হয়নি। তবে এবার সেই কাজ শুরু হয়েছে। এটি চিনে ড্রিল করা সবচেয়ে গভীর কূপ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে।

এর আগেও এমন ভাবে গর্ত করেছে চিন?

এটাই প্রথম নয় যে, চিন পৃথিবীর অভ্যন্তরে হাজার হাজার মিটার গর্ত খনন করছে। এটি চিনের দ্বিতীয় প্রকল্প। সিনহুয়ার মতে, এর আগের কূপটি প্রাকৃতিক গবেষণার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল। তবে এবার এই গর্ত খনন করার মূল কারণ হল প্রাকৃতিক সম্পদ খুঁজে বের করা। এটি এমন একটি প্রকল্প, যাতে উচ্চ প্রযুক্তির ব্যবহার করা হয়েছে। পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ সম্পদকে অনায়াসে তুলে আনার জন্য এটি ডিজাইন করা হয়েছে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে সিচুয়ানের সমস্ত প্রাকৃতিক গ্যাস মাটির গভীর থেকে তুলে আনা হবে। চায়না ন্যাশনাল পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (ঈঘচঈ)-এর ডেপুটি জেনারেল ইঞ্জিনিয়ার চেন লিলি জানান, এই ড্রিলিংয়ের কাজটি খুবই কঠিন। কারণ, পৃথিবীর অভ্যন্তরের তাপমাত্রা ২২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত।

সিচুয়ানেই কেন এই প্রকল্প করা হচ্ছে?

সিচুয়ান এলাকাটি চিনের দক্ষিণ-পূর্ব প্রদেশে অবস্থিত। এতে প্রচুর সম্পদ সঞ্চিত রয়েছে। জায়গাটি মশলাদার খাবার, দর্শনীয় পর্বত এবং পান্ডার জন্য পরিচিত। এছাড়াও চিনের বৃহত্তম শেল গ্যাসের মজুত রয়েছে এখানে। তাই এই জায়গাকেই বেছে নেওয়া হয়েছে কূপটি খনন করার জন্য।

২ পাতার পর

# মঙ্গলাহাটে অগ্নিকাণ্ডে অভিযোগ দায়ের পুলিশের, কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কথা উল্লেখ এফআইআরে

ঘটনাস্থলে গিয়ে ব্যবসায়ীদের ক্ষোভের মুখে পড়েন রাজ্যের সমবায় মন্ত্রী অরূপ রায়। ক্ষতিপূরণের দাবি তোলেন ব্যবসায়ীরা। শনিবার আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকিও যান মঙ্গলাহাটে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দমকলের সেই রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, মঙ্গলাহাটে প্রচুর পরিমাণে দাহ্য পদার্থ অর্থাত জামাকাপড় এবং অন্যান্য সামগ্রী মজুত করা ছিল আরও বলা হয়েছে, ওই সব সামগ্রী থাকলেও আগুন নেভানোর পর্যাপ্ত কোনও ব্যবস্থা ছিল না সেখানে। দমকল আরও জানিয়েছে, অগ্নি নির্বাপণের কোনও নিয়ম না মেনেই চলছিল হাট। দমকল হাটমালিক বা কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কথাই মূলত উল্লেখ করা হয়েছে দমকলের রিপোর্টে। তার ভিত্তিতেই জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা শুরু করেছে হাওড়া থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের যে সব অভিযোগ জমা পড়েছে সেগুলিও ওই মামলার সঙ্গে যোগ করা হবে। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, হাটে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা পরিকল্পিত। সেই অভিযোগ খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ২০৩ সংখ্যা ২৪ জুলাই, ২০২৩ সোমবার ০৭ শ্রাবণ, ১৪৩০

## সম্পাদকীয়

### কথাই শোনেনি', পুলিশ নিয়ে ক্ষোভ তৃণমূলের

ভোটের দিন পুলিশ সুপার পদমর্যাদার এক আধিকারিককে বার বার ফোন করেছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের এক জেলা সভাপতি। কিন্তু তিনি ফোন ধরেননি। ভোটের দিন ঘরোয়া আলোচনায় তা নিয়েই ক্ষোভে ফেটে পড়েন তিনি। পরে জানা যায়, যে-অশান্তি বন্ধ করতে ফোন করা হয়েছিল, তা নিয়েই চূড়ান্ত হতাশ ওই পুলিশকর্তা সে দিন কারও ফোনই ধরেননি।পূর্ব মেদিনীপুরেও একাধিক জায়গায় স্থানীয় পুলিশ ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে 'অসহযোগিতা'র অভিযোগ রয়েছে শাসক দলে। কয়েক জায়গায় সরাসরি বিজেপিকে সাহায্য করার অভিযোগও করেছেন জেলার একাধিক নেতা ও জনপ্রতিনিধি। তাঁদের অভিযোগ, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর প্রভাবে একাধিক জায়গায় শাসক দলের 'কথাই শোনেনি' পুলিশ। আবার দক্ষিণবঙ্গে নিজের দলের নেতাদের সঙ্গে নীচের তলার পুলিশ ও প্রশাসনের 'যোগসাজশে' গণনায় গরমিল ঠেকাতে বেশি রাতে পুলিশ সুপার আর জেলাশাসককে ফোন করে হুঁশিয়ারি দিতে হয় এক জেলা সভাপতিকে।শুধু তা-ই নয়, এ বারের ভোটে শাসক দলের প্রার্থী বাছাইপর্বে স্থানীয় স্তরে পুলিশের 'মাথা গলানো'র অভিযোগও রয়েছে দলের জেলা স্তরে।

কলকাতা লাগোয়া জেলার ওই ঘটনা বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। তৃণমূলের প্রতাপশালী ওই জেলা সভাপতির থেকেও 'খারাপ অভিজ্ঞতা' দূরবর্তী একাধিক জেলার নেতাদের। জেলা স্তরে পঞ্চায়েত নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত তৃণমূলের সাংগঠনিক পদাধিকারী ও বিধায়কদের অনেকেই এই রকম অভিজ্ঞতার সাক্ষী। গণনা-পর্ব মিটে যাওয়ার পরে এ বার সেই সব জায়গাগুলি চিহ্নিত করার উদ্যোগ শুরু করেছে শাসক দল। ব্লক ও থানা স্তরে তো বটেই, একাধিক জেলায় জেলাশাসক ও পুলিশ সুপার স্তরের আধিকারিকদের 'অসহযোগিতা'য় বিরক্ত তাঁরা।পূর্ব মেদিনীপুরের মতো জেলায় শাসক দলের নেতাদের 'অভিজ্ঞতা' বা অভিযোগ, প্রশাসনের একাংশ সরাসরি বিরোধীদের মদত দিয়েছে। রাজ্য দলের অন্যতম মুখপাত্র তাপস রায়ের বক্তব্য, "পুলিশের ভূমিকা নিয়ে বিক্ষিপ্ত ভাবে কিছু বিষয় কানে আসছে। দল যখন গোটা নির্বাচন পর্যালোচনা করবে, তখন নিশ্চয়ই বিষয়টি দেখে করণীয় ঠিক করা হবে।"নির্বাচনে শাসক দলের প্রার্থীকে জেতাতে পুলিশ ও নীচের তলার প্রশাসনকে নিয়ে ইতিমধ্যেই অভিযোগ তুলেছে বিরোধীরা। পুলিশের হাতে শুধু বিরোধীদের আক্রান্ত হওয়া বা শাসকের আক্রমণের মুখে পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগও করেছে তারা। এ বার সেই সুর শোনা যাচ্ছে তৃণমূলের নেতাদের মুখেও। তার ভিত্তিতেই নির্দিষ্ট করে জেলা ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহে উদ্যোগী হচ্ছেন তৃণমূল নেতৃত্ব। দলীয় সূত্রে খবর, ভোটের দিন এক জেলা থেকে নির্বাচিত রাজ্যের দুই মন্ত্রী ও সংশ্লিষ্ট জেলার সভাপতি কয়েকটি জায়গা থেকে অশান্তির খবর পেয়ে জেলার পুলিশ সুপারের সঙ্গে বার বার যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু ওই আধিকারিক ফোন ধরেননি। পরে তিনি জেলারই এক নেতাকে জানিয়ে দেন, ভোটের দিন ওই এলাকার একাধিক বুথে যে 'অস্বাভাবিক' পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, তাতে তিনি বিরক্ত হয়েই শাসক দলের নেতাদের ফোন ধরেননি।

## জানুন রুদ্রাক্ষের শক্তি সম্পর্কে

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** রুদ্রাক্ষের মালা ধারণ করে থাকেন কিংবা গলায় হারের সঙ্গে রুদ্রাক্ষ লকেট হিসেবে ব্যবহার করেন। রুদ্রাক্ষের মালা নিয়ে হিন্দু শাস্ত্রে অনেক কথাই প্রচলিত আছে। তবে শুধুমাত্র হিন্দু সম্প্রদায় নয় বৌদ্ধ এবং বাউলদের মধ্যে এই রুদ্রাক্ষ ব্যবহারের বিশেষ রীতি রয়েছে। আসলে রুদ্রাক্ষ শব্দটি একটি সংস্কৃত ভাষা যার অর্থ হল শিবের চোখ।তার থেকে পঞ্চমুখী রুদ্রাক্ষ অনেকেই পড়ে থাকেন। তবে শুধুমাত্র রুদ্রাক্ষ ব্যবহারে কিছু ঐশ্বরিক প্রচলিত ধারণায় নয় রুদ্রাক্ষ ধারণ নিয়ে কিছু বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে।

চিকিৎসকরা বলে থাকেন রুদ্রাক্ষ ধারণ করলে হার্ট ভাল থাকে এবং রক্তের চলাচল খুব সহজ হয়। এ ছাড়াও রুদ্রাক্ষের মধ্যে যে চৌম্বকীয় শক্তি আছে তা আমাদের শরীরে কিছু কেমিকেল তৈরী করে যেগুলি যে কোনও ধরনের শারীরিক সমস্যা সমাধানে সহজেই কাজ দেয়।শরীরে শক্তি বৃদ্ধি এবং যে কোনও ধরনের কু দৃষ্টি এড়াতে বিশেষ করে শিশুদের গলায় রুদ্রাক্ষ ধারণ করানো হয়। তবে সাধারণ ভাবে যে রুদ্রাক্ষ পাওয়া যায় তার থেকে হিমালয় পর্বতের কোলে যে রুদ্রাক্ষ মেলে সেটিই আসল রুদ্রাক্ষ বলে মনে করা হয়।

১-২১ মুখী হয়ে থাকে রুদ্রাক্ষ। জানা যায় একমুখী রুদ্রাক্ষের শক্তি সব থেকে বেশি কারণ এক মুখের যা খেয়ে দেওয়া দিতে মহাদেব পুজিত হয়ে থাকেন তবে এই একমুখী রুদ্রাক্ষ খুবই পাওয়া কঠিন।

## পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

আজো এই সমাজে এমন মানুষ আছে যাদের পুঁথিগত শিক্ষা অনেক উচ্চস্থানে লাভ করেছে, কিন্তু মানবিকতার সামাজিক শিক্ষা তারা অনেকটাই পিছিয়ে। সেই কারণে আমরা সবাই জঘন্যতম সামাজিক ব্যাধি আজও শিকার হচ্ছি।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

# আদি অনন্ত কাল হইতে শিব ও মনসা জঙ্গল অধিপত্য দেব ও দেবী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(প্রথম পর্ব)

সৃষ্টির অনন্তকাল হইতে মানুষ একাধিকবার পরিস্থিতির উপরে শিকার হয়ে পড়ে,সবকিছু বাধার অতিক্রম করেও মানুষ তার লক্ষ্যভেদে পৌঁছায় একটা সময়।চিরন্তন সত্য কথাগুলো আজ যেন কেমন বিলুপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে,শত বেদনা ও অসহায় যন্ত্রণা সমাজের কুসংস্কার ব্যাধি অপপ্রচার হাত থেকে বের করে নিয়েছিলাম নিজেকে। মিথ্যাচারী ভাওতাবাজ সমাজের বিশিষ্ট দের কথা ছোটবেলা থেকে বিরোধিতা করতাম। ছোট থেকেই সবকিছু জানার ইচ্ছাছিল প্রবল, সত্যটাকে খুঁজে বের করার জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পথ চলেছি।চলার পথে বহু আদিবাসীদের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে ছিলাম,আমার জ্যাঠামশাই এর ছোটবেলার বন্ধু স্বপন সরদার একজন সরকারি কর্মচারী তিনিও ছিলেন আদিবাসী। ছোট বেলায় থেকে তার সংস্পর্শে আসার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল, তিনি সোনারপুর বসবাস করতেন একাধিকবার রাত্রে তাঁর বাড়িতে আমার নিশিযাপন হয়েছিল।স্বপন সরদার এর নামের পদবী ছিল সরদার আমার নামের পদবী ছিল সরদার।উনার সংস্পর্শে আসার পর আমি পড়াশুনার মাঝে আদিবাসীদের কে নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে লাগলাম বাংলা সহ বাংলার বাইরে বিভিন্ন রাজ্যে। একপ্রকার সুন্দরবনের আদিবাসীদের কে নিয়ে গবেষণা করে চলেছি, আর সেই সূত্র ধরেই বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তক ও রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় আমার যাতায়াত ছিল, ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে একাধিকবার পা দিয়েছে সেই কারণেই।অজয় নদ পেরিয়ে প্রবেশ করলাম দুমকা জেলায়। ঝাড়খণ্ড রাজ্যে অসংখ্য আদিবাসী গোষ্ঠীর বাস। তবে নাম যেহেতু সাঁওতাল পরগনা, তাই সাঁওতালদের নিয়ে কিছু বলা যাক,আর যেন এসব ইতিহাস আমার কাছে অজানা হতে চলেছে। সাঁওতাল আদিবাসীরা বিশ্বাস করে এদেরই পূর্বপুরুষ ছিলেন একলব্য, যাঁকে অত্যন্ত অন্যায় ভাবে দ্রোনাচার্য তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুল গুরুদক্ষিণা হিসাবে চেয়েছিলেন। তাই জানেন কিনা জানিনা, আজকেও সাঁওতালরা তীর ছোড়ার সময় বুড়ো আঙুল ব্যবহার করে না। অবশ্য এরকম অন্যায় কাজের উদাহরণ তো আমাদের দেশে ভুরি ভুরি ঘটেছে- শত শত একলব্য, শম্বুকদের কথা আর কেই বা মনে রাখে !সাঁওতালরা কিসকু, মুর্মু, হাঁসদা, সরেন, টুডু,মানডি, বাস্কে এই সাতটি গোষ্ঠী বা গোত্রে বিভক্ত।তবে সুন্দর বনের আদিবাসীরা সাঁওতালরা তারা সাঁওতাল ভাষাভাষী নয়, তারা সাদরি ভাষার আদিবাসী, এই সাদরি ভাষায় গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহ করছিলেন আদিবাসীর সাদরি সুষার এসোসিয়েশনের সম্পাদক ছিলেন স্বপন সরদার। বলাই তীরখী সাদরি ভাষার অক্ষর তৈরি করেছিলেন আদিবাসীদের। তবে এসব কথা আমার বলার বিষয়বস্তু নয় আদিবাসীদের দেবতা প্রসঙ্গে লেখার বিষয়বস্তু আজ। সাঁওতাল নামে এঁদের পরিচিতি পরে হয়েছে, আদিতে সাঁওতাল, মুন্ডা, কোল, মাহালি সবাই এরা পরিচিত ছিল খেরওয়াল গোষ্ঠী হিসাবে। পরে অনেক ছোট ছোট গোষ্ঠী খেরওয়াল গোষ্ঠী থেকে বেরিয়ে গিয়ে নিজেদের স্বতন্ত্র গোষ্ঠী গড়ে তোলে, অনেকে হিন্দুও হয়ে যান। কেউ কেউ মুসলমান ও হয়ে যান, যেমন দুমকা পাহাড়ের সাঁওতাল জাদুপটিয়া পটচিত্র শিল্পীরা।শুধু ঝাড় খণ্ডের কথাই যদি ধরি তাহলে দেখতে পাচ্ছি সাঁওতাল ছাড়াও ঝাড়খণ্ডে সর্বমোট ৩২ টি জন জাতির বাস। এদের মধ্যে পুরোপুরি কৃষিজীবী জন জাতি হচ্ছে সাঁওতাল, মুন্ডা, হো, ওঁরাও, খারিয়া, ভূমিজ ইত্যাদি। পক্ষান্তরে বিরহর, পাহাড়ি খারিয়া ইত্যাদি জাতির আদিতে শিকার করাই ছিল মুখ্য জীবিকা। শিল্প এবং দৈনন্দিন ব্যাবহারের সামগ্রী তৈরি করত মালহার, লোহার, কারমালি, অসুর ইত্যাদি জনজাতি। পাহাড়িয়া জনজাতির লোকেরা ঘুরে ঘুরে কৃষিকাজ করতেন। এসেছি সিধে দুমকার এক পাহাড়তলীতে।ঘন কালচে সবুজে মোরা দুমকা পাহাড়ের কোলে বাবা চুটোনাথ মন্দিরে। ছমছম করা পরিবেশের মধ্যে দিয়ে নামছি মন্দির দর্শনে। এই মন্দির আদিতে ছিল কেবলমাত্র আদিবাসীদের পুজো স্থল, যেখানে শিবলিঙ্গের মতনই দেখতে একটি শিলা পূজিত হয়। লোকমুখে প্রচলিত যে একদা নাকি এখানে নরবলিও হত। তবে হয়তো এসবই গল্প কথা, ভয় জাগানোর জন্য। কিম্বা অনার্য সরল মানুষ গুলির বদনাম করার জন্য, শহুরে মানুষদের রটনা।সে যাই হোক, এই দেবতার থানের অপার মহিমায় বাঙালি, বিহারী, আদিবাসী সবাই বিশ্বাসী। তাই পরে চুটোনাথ থানের আদি শিলাপুজোর স্থলের একদম পাশেই একটি নতুন মন্দির ও দুধ সাদা শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করা হয়, নাম দেওয়া হয় চুটোনাথ শিবমন্দির । এছাড়াও এক বৃহৎ বাঁধানো পুষ্করণীও নির্মিত হয়। মন্দিরের গোড়ায় এক কিশোরী পুজোর ডালি বিক্রি করছে।শিবমন্দিরটি এবং দুধসাদা শিবলিঙ্গ দেখে মন ভরে গেল।এখানের নিয়ম হচ্ছে প্রথমে চুটোনাথ শিবমন্দির দর্শন করে শেষে আদিবাসীদের পূজিত চুটোনাথ বাবার পুজোর থানে পুজো দিতে হবে। আদিবাসী পুরোহিতের নাম প্রকাশ পুচর। এরা সবাই প্রায় ঝাড়খণ্ডের পাহাড়িয়া উপজাতি গোষ্ঠীর মানুষ, সাঁওতাল নয়। আসলে ঝাড়খণ্ডের অধিকাংশ জনজাতির মতই সাঁওতালরা প্রকৃতির উপাসক, মূর্তি পুজো করেনা। জানেন কি জানিনা- ঝাড়খন্ড শুধু নয়, সারা ভারতের অধিকাংশ আদিম জনজাতি কিন্তু মা দুর্গার একেবারে বিপক্ষে, মা দুর্গা এঁদের প্রিয় রাজা ঘোরাসুর বা মহিষাসুরকে অন্যায় ভাবে বধ করেছেন বলে এঁদের বিশ্বাস। অবশ্য ওদের কথা ব্রাহ্মণ্যবাদী সংখ্যাগুরু সমাজ অর্থাৎ আমরা শুনতেই চাই না। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র যা হয়- সমাজের ক্ষমতাবান গোষ্ঠী তাদের আধিপত্য দেখিয়ে পরাজিত, দুর্বল গোষ্ঠীর কথা শুনতেই চায় না, বাধ্য করে পরাজিত গোষ্ঠীর ওপর নিজের বিশ্বাস, নিজের সংস্কৃতি চাপিয়ে দেবার।তবে মহাদেও বা শিব ঠাকুর কিন্তু এঁদের প্রিয় দেবতা। আদতে শিব ঠাকুর তো এঁদেরই পূজ্য দেব ছিলেন। অনেক পরে চালাক চতুর আর্যরা শিবকে বৈদিক দেবতায় উন্নীত করে। তাই চুটনাথ বাবার থানেও শিবলিঙ্গের মতন দেখতে একটি পাথর এবং একটি বৃহৎ ত্রিশূল ছাড়াও আরো অসংখ্য ছোট ত্রিশূল গাঁথা আছে । পুরো পুজোর জায়গাটা লাল কাপড়ে ঘেরা। এছাড়াও যে কোন হিন্দু মন্দিরের মতন অসংখ্য ঘন্টা ঝুলছে। শিবলিঙ্গের মতন দেখতে পাথরটির উপর চাল দিয়ে তৈরি দেশি মদ বা হাঁড়িয়া, ঢালা- ই এই পুজোর প্রধান উপাচার। পুজোর জন্য এই মদ আদিবাসীরা নিজেরাই তৈরি করে, শিশিতে ভরে রাখেন। রাস্তার ধারের দোকানে এই শিশি বিক্রিও হচ্ছে। বলিও হয় বলে শুনলাম। এই বলি-ও নাকি

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

# সিনেমার খবর

cinema TV

## ছবিতে কুমন্তব্যের বন্যা, কড়া পদক্ষেপ নিলেন ইশা

**স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন :** টলিপাড়ার অন্যতম ব্যস্ত নায়িকা বর্তমানে ইশা সাহা। সিনেমা, সিরিজ দুই প্ল্যাটফর্মেই তার কাজ চলছে। কখনও দেব-প্রসেনজিতের 'কাছের মানুষ' তিনি, আবার কখনও বা ওটিটির ঘরোয়া গোয়েন্দা 'ইন্দু'। এদিকে 'সোনাদা' ফ্র্যাঞ্চাইজির 'ঝিনুক' ভূমিকাতেও বেশ জনপ্রিয়। 'সোয়েটার' দিয়ে বছর খানেক আগে অভিনয়ের অভিযান শুরু করলেও ইশা সাহার হাতে এখন পরপর একাধিক কাজ। সোশ্যাল মিডিয়াতেও বেশ সক্রিয় অভিনেত্রী। মাঝেমধ্যেই পোস্ট করেন। এবার খোলামেলা পোশাকে ছবি দিয়ে কটু কথা শুনতে হল ইশাকে। ছেড়ে কথা বলেননি তিনিও! প্রসঙ্গত, সোশ্যাল মিডিয়ায় নারীদের উত্যক্ত করা খানিক যেন জলভাতের মতোই বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রায়শই কটাক্ষের মুখে পড়তে হয় মেয়েদের। স্কার্টের ঝুল, ব্লাউজের গভীরতা মাপা থেকে শুরু করে শাড়ির আঁচল সরে গিয়ে কেন নাভির অংশ বেরলো? বক্ষ বিভাজিকা উঁকি দিল? নেটপাড়ার নীতিপুলিশদের আতসকাচ যেন তৈরিই থাকে! আর তার প্রভাব পরিলক্ষিত হয় কমেন্টবক্সে। একের পর এক অশালীন, কদর্য মন্তব্য, এমনকী বডি শেমিংয়ের হাত থেকেও রেহাই পান না জনপ্রিয় নায়িকারাও। কেউ প্রতিবাদ করেন কেউ এড়িয়ে যান? আদৌ তাতে কি সমস্যার সমাধান হবে? প্রোফাইল ব্লক, রিপোর্ট করেই বা কতদিন চলবে?

এবার সেই প্রেক্ষিতেই কড়া পদক্ষেপ নিলেন টলিউড অভিনেত্রী ইশা সাহা। সম্প্রতি সামার কুল পোশাকে ধরা দিয়েছিলেন অভিনেত্রী। পরনে শর্ট ড্রেস। ডিপ কাট নেক। খোলা এলোমেলো চুল। চোখে সানগ্লাস। আরেকটি ছবিতে সাদা পোশাকে দেখা যায় অভিনেত্রীকে। আর সেসব ছবি দেখেই কুমন্তব্যের বন্যা! কেউ নায়িকাকে কটাক্ষ করে বললেন, 'অপুষ্টির শিকার', কারও বা পরামর্শ, 'খাওয়া-দাওয়া করুন।' কেউ কেউ তো আবার সরাসরি বলেই বসলেন, 'আপনাকে খারাপ লাগছে দেখতে।' এসবের জেরে এতটাই বিরক্ত ইশা সাহা যে শেষমেশ নিজের কমেন্ট সেকশন-ই বন্ধ করে দিলেন। এক ছবির ক্যাপশনে সেকথা লিখেও দিয়েছেন- 'কোনও কমেন্ট নয়..।'

## এবার শিকার হলেন সায়ন্তিকা!

**নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন :** রাজনীতিতে যোগ দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু গ্ল্যামারদুনিয়ারল লাইমলাইটে থাকতে পছন্দ করেন সায়ন্তিকা ব্যানার্জী। তাই তৃণমূলের প্রচারে বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে, মাঠেঘাটে ছুটে বেড়ালেও নায়িকাসুলভ আচরণ তার এখনও রয়ে গিয়েছে। শরীরচর্চা করে সোশ্যাল মিডিয়ায় খোলামেলা ছবি দিয়েছিলেন মাত্র। আর তাতেই একেবারে রে-রে করে উঠল নেটপাড়ার নীতিপুলিশদের একাংশ। ভয়ংকরভাবে বডি শেমিংও করা হল অভিনেত্রীকে। একুশের বিধানসভা নির্বাচনের আগেই তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন সায়ন্তিকা। রাজ্যের শাসক দলের টিকিটে বাঁকুড়া বিধানসভা কেন্দ্র থেকে লড়লেও জিততে পারেননি। তারপর থেকেই বিভিন্ন দলীয় কর্মসূচিতে দেখা গিয়েছে অভিনেত্রীকে। পঞ্চায়েত ভোটের আগেও জোরদার প্রচার চালিয়েছেন। বাংলা সিনে ইন্ডাস্ট্রির এই নায়িকা যে ক্রমশ 'জনপ্রতিনিধি' হয়ে ওঠার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, তা বলাই বাহুল্য। তবে এবার স্বল্পবসনা অবতারে ধরা দিয়ে নেটপাড়ায় কটাক্ষের শিকার হতে হল সায়ন্তিকাকে। এমনকী নায়িকার রাজনৈতিক সত্তা তুলেও কটুক্তি করতে ছাড়লেন না নিন্দুকরা। কেউ ওজন নিয়ে খোঁটা দিলেন তো কেউ বলছেন, 'এটা জনপ্রতিনিধির পরিচয়!' আবার ঘাসফুল শিবিরকে বিঁধে সায়ন্তিকাকে কারও কটাক্ষ, 'তৃণমূলে ঢোকার পর ঘুষের টাকা খেয়ে পেট ফুলে গেছে।' কেউ বা আবার পোশাক নিয়েও ব্যঙ্গ করলেন নায়িকাকে। এই অবশ্য প্রথম নয়, এর আগেও সাইবার বুলিংয়ের শিকার হতে হয়েছে সায়ন্তিকাকে। তখন অবশ্য সপাটে কষিয়ে জবাব দিয়েছিলেন তিনি। তবে এবার বডি শেমিং কটাক্ষ নিয়ে এখনও মুখ খোলেননি। সোশ্যাল মিডিয়ায় নারীদের উত্যক্ত করা খানিক যেন জলভাতের মতোই বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রায়শই কটাক্ষের মুখে পড়তে হয় মেয়েদের। এবার রাজনীতির প্রসঙ্গ টেনে সায়ন্তিকাকে ভয়ংকর কটাক্ষের শিকার হতে হল।

## অভিনয় করতে পারি, তবে বাস্তবে কখনই করবো না: অভিষেক বচ্চন

**নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন :** উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদ লোকসভা কেন্দ্র থেকেই ভোটে দাঁড়াবেন। অভিষেক বচ্চন রাজনীতিতে যোগদান করতে চলেছেন, দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে এই খবর। অবশেষে এই প্রসঙ্গে মুখ খুললেন অভিনেতা স্বয়ং। গোটা খবরটাকেই তিনি ভুয়ো বলেছেন। তিনি বলেন, 'এটা একেবারে অসত্য, এমন কোনও কিছু হচ্ছে না।' অতীতে এক সাক্ষাৎকারে অভিনেতা তার রাজনীতিতে যোগদান প্রসঙ্গে বলেন, 'আমার মা-বাবা রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকলেও, আমি কখনই এটা করব না। আমি রাজনীতিকের চরিত্রে অভিনয় করতে পারি, তবে বাস্তব জীবনে কখনই নয়।' শনিবার আচমকাই শোনা যায়, রাজনীতিতে যোগ দিচ্ছেন অভিষেক বচ্চন। আগামী বছর লোকসভা নির্বাচন, সেই কথা মাথায় রেখেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের রণকৌশল সাজাচ্ছে। শোনা যাচ্ছিল, অখিলেশ যাদবের সমাজবাদী পার্টির হয়ে নাকি ভোটে লড়বেন জুনিয়র বচ্চন।

অতীতে অমিতাভ বচ্চনও এই লোকসভা কেন্দ্র থেকে ভোটে দাঁড়ান, বিপুল ভোটে জয়ী হন তিনি। অবশ্য মাত্র তিন বছরের মধ্যেই রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ান বিগ বি। অন্য দিকে, ২০০৪ সাল থেকে সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত জয়া বচ্চন। সমাজবাদী পার্টির হয়ে রাজ্যসভার সদস্য তিনি। তাহলে কি এ বার মায়ের পর সংসদীয় রাজনীতিতে নামতে চলেছেন ছেলে? উত্তর দিলেন তারকা-পুত্র। গোটা খবরটাকেই ভুয়ো বলেছেন অভিষেক বচ্চন।

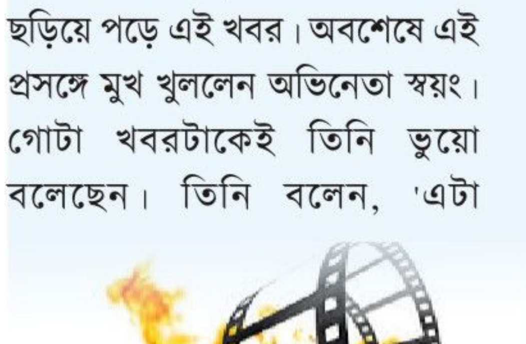

## হঠাৎই বলিউড জুড়ে শোরগোল, নড়েচড়ে বসেছে সালমান!

**স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন :** হঠাৎই বলিউড জুড়ে শোরগোল নতুন ছবির জন্য নাকি অভিনেতা খুঁজছেন সালমান খান। খোদ ভাইজানই নাকি বেছে নেবেন আগামী স্টারকে। আর এই মর্মে বিজ্ঞাপন, ইমেল চালাচালিও শুরু হয়েছে সালমানের প্রযোজনার সংস্থা থেকে। বলিপাড়া জুড়ে এরকম বিজ্ঞাপন ছড়িয়ে পড়ার পরই সালমানের প্রযোজনা সংস্থায় একের পর এক ফোন এবং ইমেল। উঠতি অভিনেতাদের কাছ থেকে হাজার হাজার ফোন পাওয়ার পর রীতিমতো নড়েচড়ে বসেছে সালমান খান ও তার সহকারীরা। কারণ এই বিজ্ঞাপন একেবারেই ভুয়ো! সোশ্যাল মিডিয়ায় নতুন ছবির কাস্টিং নিয়ে ধোঁয়াশা নিজেই খোলসা করলেন সালমান। লিখলেন, "সবাইকে স্পষ্ট জানানো হচ্ছে সলমন খান ফিল্মস কোনও ছবির জন্য কাস্টিং করছে না। এমনকী, কোনও কাস্টিং ডিরেক্টর বা সংস্থাকেও এই দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। কোনও ইমেল বা মেসেজের উপর বিশ্বাস করবেন না। যদি এই ধরনের আচরণ কেউ করে থাকেন, তাহলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

## প্রথম উইকেটকিপার

# ব্যাটসম্যান হিসেবে যে রেকর্ড করলেন সরফরাজ

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** শ্রীলংকার বিপক্ষে গলে চলমান টেস্টে ১৫ বল খেলে ৩টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭ রান করে আউট হয়েছেন সরফরাজ আহমেদ। এই ১৭ রানের ইনিংস খেলার পথেই পাকিস্তানের প্রথম উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান হিসেবে ৩০০০ রান সংগ্রহের রেকর্ড গড়েছেন সরফরাজ আহমেদ। টেস্টে ৯১ ইনিংসে তিনি ৪টি সেঞ্চুরি এবং ২১টি ফিফটি হাঁকান। ওয়ানডেতে ৯১ ইনিংসে ২টি সেঞ্চুরি আর ১১টি ফিফটির সাহায্য ২ হাজার ৩১৫ রান সংগ্রহ করেন সাবেক অধিনায়ক সরফরাজ আহমেদ। আর টি-টোয়েন্টির ৪২ ইনিংসে ৩টি ফিফটির সাহায্যে সংগ্রহ করেন ৮১৮ রান। সরফরাজের আগে পাকিস্তানের উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান হিসেবে টেস্টে সর্বোচ্চ ২ হাজার ৭৪১ রান করেন মঈন খান।

## এবার মাঠে মুখোমুখি হচ্ছে

# ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেট দল

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** ভারত-পাকিস্তানের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব সেই গোড়া থেকেই। রাষ্ট্রীয় দ্বন্দ্বের কারণে দুই দেশের মধ্যকার সিরিজ বন্ধ আছে প্রায় এক যুগ ধরে। ফলে ক্রিকেটের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দেশ দুটির লড়াই খুব একটা দেখার সুযোগ হয় না ক্রিকেটভক্তদের। তাদের দ্বৈরথ দেখার জন্য কেবল আইসিসি কিংবা এসিসির ইভেন্টের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয় দর্শকদের।

তবে সুখবর হলো - চলতি বছর অন্তত তিন-তিনবার মুখোমুখি হতে পারে উপমহাদেশের দুই ক্রিকেট পরাশক্তি। এরই মধ্যে ভারত-পাকিস্তানের দুটি ম্যাচ নিশ্চিত হয়ে গেছে। আরও একটির হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় শতভাগ। সম্প্রতি আসন্ন ওয়ানডে বিশ্বকাপের সূচি ঘোষণা করা হয়েছে। সেখানে জানা গেছে, কবে মুখোমুখি হবে ভারত ও পাকিস্তান। অন্যদিকে এশিয়া কাপের সূচি ঘোষণা এখন পর্যন্ত করা হয়নি। তবে যেহেতু চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দল দুটি একই গ্রুপে, তাই দুই দলের অন্তত একটি সাক্ষাৎ প্রায় নিশ্চিত।

এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তানের গ্রুপের অপর প্রতিপক্ষ হলো নেপাল। ক্রিকেটের দুই পরাশক্তি ভারত ও পাকিস্তানকে যেহেতু মোকাবিলা করতে হবে নেপালকে, সেহেতু ধারণা করা হচ্ছে - দুই দলের কাছেই পরাজিত হবে নবাগত দলটি।

এতে গ্রুপ 'এ' থেকে সুপার ফোরে ভারত-পাকিস্তানের যাওয়া এখন সময় সাপেক্ষ। গ্রুপ 'এ' এবং 'বি' থেকে সুপার ফোরে ওঠা চার দলই একে অপরের মুখোমুখি হবে। এতে আবারও মুখোমুখি হতে পারে ভারত ও পাকিস্তান। সে ম্যাচটির সম্ভাব্য তারিখও নির্ধারণ হয়ে গেছে। ১০ সেপ্টেম্বর হতে পারে ওই ম্যাচটি। এর আগে ২ সেপ্টেম্বর এশিয়া কাপে গ্রুপের ম্যাচে মুখোমুখি হবে ভারত-পাকিস্তান। এমনটিই জানিয়েছে পাকিস্তানের ক্রিকেটবিষয়ক জনপ্রিয় ওয়েবসাইট ক্রিকেট পাকিস্তান।

সংবাদমাধ্যমটি তাদের এক প্রতিবেদনে জানায়, বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে এশিয়া কাপের চূড়ান্ত সূচি ঘোষণা হতে পারে। মুলতানে ৩০ বা ৩১ আগস্ট পাকিস্তান ও নেপালের ম্যাচ দিয়ে টুর্নামেন্টের পর্দা উঠবে। ১৭ সেপ্টেম্বর ফাইনাল দিয়ে পর্দা নামবে টুর্নামেন্টের। গ্রুপপর্বে ভারত-পাকিস্তানের ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ২ সেপ্টেম্বর। এ ছাড়া সুপার ফোরের ম্যাচটি হতে পারে ১০ সেপ্টেম্বর। ম্যাচগুলো শ্রীলংকার কলম্বো বা ক্যান্ডিতে অনুষ্ঠিত হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

## ভারতের জন্য আইসিসির

# এই সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ পাকিস্তান

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** রেগে লাল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) কিসের ভিত্তিতে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিলের (আইসিসি) লভ্যাংশের প্রায় ৪০ শতাংশ অনুদান পাবে, তার ব্যাখ্যা চান পাকিস্তানের ক্রিকেট কর্মকর্তারা। কোথায়, কেন তারা পিছিয়ে জানতে চান আইসিসির কাছে। আগামী চার বছর আইসিসির লাভের ৩৮.৫ শতাংশ পাবে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। গত বৃহস্পতিবার আইসিসির ফিনান্সিয়াল অ্যান্ড কমার্শিয়াল অ্যাফেয়ার্স কমিটির বৈঠকে এই সিদ্ধান্তে সিলমোহর পড়েছে। আইসিসির লাভের পরিমাণ ভারতীয় মুদ্রায় ৬০০০ কোটি টাকা। তা থেকে বিসিসিআই প্রায় ১৯০০ কোটি টাকা পাবে। বাকি কোনও দেশের লাভের শতাংশ দুই অঙ্ক পার করেনি। পাকিস্তান পাবে প্রায় ৫.৭৫ শতাংশ বা প্রায় ২৮২ কোটি টাকা। আইসিসির এই সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ পাকিস্তান।

পিসিবির এক কর্মকর্তা বলেছেন, 'পিসিবি সাংবিধানিক অধিকারের ভিত্তিতে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে আইসিসির কাছে বেশ কিছু তথ্য চাইছে। বার বার তথ্যগুলি চাওয়া হয়েছে। আইসিসির বরাদ্দ এবং বিতরণের মানদণ্ড কী, তা আমরা আরও ভাল ভাবে বুঝতে চাই। পিসিবি সমস্ত প্রাসঙ্গিক তথ্য এবং বরাদ্দ স্থির করার সূত্রের বিষয়ে জানতে চায়। অথচ সেগুলি আমাদের দেওয়া হয়নি।'

আইসিসির পরের বৈঠকে তারা আবার তথ্যগুলির দাবিতে সরব হবেন বলে জানিয়েছেন তিনি। পিসিবির ওই কর্মকর্তার দাবি, 'অধিকাংশ সদস্যই বিষয়টি ঠিকমতো না বুঝে আইসিসির সিদ্ধান্ত সমর্থন করেছে। আমরা কিন্তু তখনই আমাদের প্রতিবাদ নথিভুক্ত করিয়েছি।'

পাকিস্তান কেন প্রথম চার দেশের মধ্যে নেই, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন পাকিস্তানের ওই ক্রিকেট কর্মকর্তা। ভারতের বিশাল টাকা পাওয়া নিয়ে আগেই আপত্তি করেছিল পাকিস্তান। কিন্তু আইসিসি তা মানেনি।

# চরম অপমানিত হয়ে আউট হন শেবাগ

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** ভারত-পাকিস্তানের ক্রিকেটীয় ডুয়েল ক্রীড়া বিশ্বের সেরা লড়াইয়ের অন্যতম। মাঠের লড়াইয়ের তাপ-উত্তাপের সঙ্গী হয়ে যায় দুই দেশের ক্রিকেট সমর্থকরাও। আর এই চমকপ্রদ লড়াই ঘিরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে একাধিক গল্প-কাহিনী। মানসিকভাবেও লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়েন দুই দেশের ক্রিকেটাররা। বীরেন্দ্র শেবাগকে জড়িয়ে এমনই সেই ঘটনার কথা এবার শোনালেন পাকিস্তানের সাবেক পেসার রানা নাভেদ উল হাসান। জানালেন চরম অপমানিত হয়ে আউট হন শেবাগ। নাদির আলি পডকাস্টে বলেছেন, "একটা ঘটনার কথা বলি। আমাদের বিপক্ষে একটা ম্যাচে শেওয়াগ ৮৫ রানে ব্যাট করছিল। ২০০৪/০৫ সিরিজের কথা বলছি যেটা আমরা ভারতের মাটি থেকে জিতে এসেছিলাম। সেই টুর্নামেন্টের সেরা ক্রিকেটার আমি হই। তবে সিরিজে একসময় আমরা ০-২'এ পিছিয়ে পড়েছিলাম। ওটা পাঁচ ম্যাচের সিরিজ ছিল। সিরিজের তৃতীয় ম্যাচে শেওয়াগ বড় বড় শট হাঁকাচ্ছিল। ওঁরা প্রায় ৩০০-র ধারেকাছে চলে গিয়েছিল। শেওয়াগ ৮৫ রানে ব্যাট করছিল। ইঞ্জি (ইনজামাম উল হক) ভাইয়ের কাছ থেকে বল চেয়ে একটা স্লো বাউন্সার দিই।"

রানা বলেন, "এরপরে শেবাগের কাছে গিয়ে বলি, কীভাবে স্লো বাউন্সার খেলতে হয় জানিস না। পাকিস্তানে থাকলে তোর আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা হত না। পাল্টা সেও আমাকে দু-চার কথা শুনিয়ে দেয়। বোলিং এন্ডে ফেরার সময় ইঞ্জি ভাইকে বলি, এখুনি আউট হয়ে যাবে। শুনে ইঞ্জিও অবাক হয়ে যায়। পরের বলটাই ব্যাক অফ দ্য লেন্থ ছিল। ক্রুদ্ধ শেবাগ বাউন্ডারির বাইরে বল হাঁকাতে গিয়ে ক্যাচ তুলে দেয়। শেবাগের উইকেট এতটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় শেষমেশ যে আমরা ম্যাচটা জিতে যাই। এগুলো ফাস্ট বোলারদের কিছু লুকোনো অস্ত্র।"

## এমবাপের হাতে সময় আছে

# মাত্র ১৩ দিন!

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** পৈত্রিক ভূমি ক্যামেরুনে লম্বা ছুটি কাটিয়ে প্যারিসে ফিরে এসেছেন ফ্রান্সের বিশ্বকাপজয়ী তারকা কিলিয়ান এমবাপে। দলের সাথে যোগ দিয়েই প্রথম ট্রেনিং সেশনেও অংশ নিয়েছেন এই স্ট্রাইকার। তবে পিএসজিতে এটিই তার শেষবারের ফেরা কিনা তা নিয়ে চলছে আলোচনা। ফুটবলারদের গ্রীষ্মকালীন দলবদলের বাজারে হটকেক হয়ে উঠেছেন ফ্রান্সের এই তারকা খেলোয়াড়। বেশ কয়েক বছর ধরেই এমবাপের ট্রান্সফার নিয়ে দর কষাকষি চালিয়ে আসছে প্যারিস সেইন্ট জার্মেইন এবং রিয়াল মাদ্রিদ। আর এই বিরোধ শেষ করতে এমবাপের হাতে সময় আছে মাত্র দুই সপ্তাহ। এমবাপে নিজেও চান ক্লাব ছাড়তে। এরইমাঝে চিঠি দিয়ে ক্লাবকে জানিয়ে দিয়েছেন, ২০২৫ সাল পর্যন্ত চুক্তি নবায়ন করবেন না তিনি। এই চিঠির পর থেকেই শুরু হয়েছে দুই পক্ষের মাঝে বড় টানাপোড়েন। ফ্রেঞ্চ ক্লাব পিএসজি জানিয়েছে, এমবাপের হাতে এই মুহূর্তে দুটি দরজা খোলা। হয় নতুন চুক্তিতে স্বাক্ষর, অন্যথায় ক্লাব ত্যাগ করা। বর্তমান চুক্তিতে ২০২৪ পর্যন্ত মেয়াদ আছে। এরপরেই ফ্রি-তে তাকে দলে ভেড়াতে পারবে যেকোন দল। কিন্তু, এতেই যত আপত্তি পিএসজির। এমবাপেকে চড়া দামে বিক্রি করতে চায় ফরাসি ক্লাবটি। আর মেয়াদ শেষে ফ্রি এজেন্টে তাকে দলে ভেড়ানোর পরিকল্পনায় আছে মাদ্রিদ। সোমবার ক্লাবের সাথে যোগ দেয়ার পরেই অনুশীলন করেছেন এমবাপে। কিন্তু, এই মুহুর্তে আর সবকিছুর চেয়ে চুক্তির দিকেই বেশি মনোযোগ ক্লাবের। ফ্রেঞ্চ স্ট্রাইকারকে জুলাই মাসের শেষদিন পর্যন্ত সময় বেঁধে দিয়েছে ক্লাবটি। সে হিসেবে তার হাতে সময় আছে আর ১৩ দিন। সংবাদ মাধ্যম মার্কা জানিয়েছে, খুব দ্রুতই দুই পক্ষের আলোচনার টেবিলে বসতে পারে। দুই পক্ষের এই আলোচনায় নেদারল্যান্ডসের জাভি সিমনের ভাগ্যও নির্ধারণ হতে পারে। এমবাপে ক্লাবে থাকলে ধারে পাঠানো হবে জাভি সিমনকে। আর এমবাপে চলে গেলে ডাচ তরুণ থেকে যাবেন প্যারিসেই। পূর্ব নির্ধারিত সূচী অনুযায়ী, ২২ জুলাই জাপানে প্রাক মৌসুম প্রস্তুতির জন্য দেশ ছাড়বে পিএসজি। ২৫ জুলাই প্রাক মৌসুমের ম্যাচ আছে দলটির। ওই সফরে যাওয়ার কথা এমবাপের। তবে এরমাঝে দল পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে গেলে জাপান যাওয়া হবেনা তার।

## আমি ভীষণ রোমাঞ্চিত,

# এটা চমৎকার একটি সুযোগ: মেসি

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে ইন্টার মায়ামিতে যোগ দিয়েছেন লিওনেল মেসি। যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাবটির সাথে চুক্তির আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করেছেন বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টাইন এই ফরোয়ার্ড। ইউরোপ ছেড়ে নতুন একটি মহাদেশে নতুন ঠিকানায় নাম লিখিয়ে ভীষণ রোমাঞ্চিত রেকর্ড সাতবারের ব্যালন ডি'অরজয়ী এই মহাতারকা।

১৫ জুলাই সময় মধ্যরাতে এক বিবৃতির মাধ্যমে মেসির সঙ্গে চুক্তির বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ইন্টার মায়ামি। দুই বছরের জন্য সেখানে যোগ দিয়েছেন ৩৬ বছর বয়সী তারকা। ২০২৫ সাল পর্যন্ত দলটির হয়ে খেলবেন বার্সেলোনা ও পিএসজির সাবেক এই তারকা ফরোয়ার্ড।

পূর্বঘোষণা অনুসারে চুক্তি হওয়ার পর মেসি বলেছেন, 'যুক্তরাষ্ট্রে ও ইন্টার মায়ামির হয়ে আমার ক্যারিয়ারের নতুন এই ধাপ শুরু করা নিয়ে আমি ভীষণ রোমাঞ্চিত। এটা চমৎকার একটি সুযোগ এবং আমরা এই ক্লাবের সুন্দর প্রকল্পটি গড়ে তোলার কাজ চালিয়ে যাব।'

আর্জেন্টাইন তারকা আরও যোগ করেছেন, 'এখন ব্যাপারটা হলো আমাদের লক্ষ্যগুলো অর্জনের জন্য একসঙ্গে কাজ করা। আর এখানে আমার নতুন ঠিকানাকে সহায়তা করতে আমি ভীষণ আগ্রহী।'

যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ক্লাবে যোগ দিয়ে মেসি সতীর্থ হিসেবে পাচ্ছেন জর্দি আলবা ও সার্জিও বুসকেতসকে। এই দুই স্প্যানিশ তারকার সঙ্গে একসাথে পুরনো দল বার্সেলোনায় ২০১২ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত খেলেছেন তিনি। চলতি সপ্তাহের শেষদিকে তাদের সঙ্গে চুক্তি করবে মায়ামি।

আগামী শুক্রবার ইন্টার মায়ামির জার্সিতে প্রথমবারের মতো মাঠে নামতে পারেন মেসি। সেদিন লিগস কাপের ম্যাচে মেক্সিকোর লিগা এমএক্সের দল ক্রুজ আজুলকে মোকাবিলা করবে তারা। তবে নিজেদের সবশেষ ১১ ম্যাচ জয়ের দেখাই পায়নি তারা। সময়ের হিসেবে যা পেরিয়েছে দুই মাসের বেশি।

## বড় সিদ্ধান্ত

# নিতে পারেন রোহিত শর্মা

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** ডমিনিকায় আয়োজিত ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট ম্যাচে দুর্দান্ত জয়লাভ করেছে ভারতীয় ক্রিকেট দল। তবে এই ম্যাচ শুরু হওয়ার আগেই অধিনায়ক রোহিত শর্মা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন যে এই ম্যাচে তরুণ ব্যাটার যশস্বী জয়সওয়াল ডেবিউ করবেন। রোহিত এটাও জানিয়ে দিয়েছিলেন যে যশস্বী তার সঙ্গে ওপেন করতে নামবেন। অন্যদিকে তিন নম্বরে ব্যাট করতে আসবেন শুভমান গিল। রোহিতের কথায়, ম্যাচ শুরুর আগেই শুভমান গিল তাঁকে অনুরোধ করেন যে যশস্বীর জন্য তিনি ওপেনিং স্লটটা ছেড়ে দিতে চান। বদলে তিনি তিন নম্বরে ব্যাট করতে নামবেন। কিন্তু, এই বিষয়টাই ভারতীয় ক্রিকেট সমর্থকদের একাংশ কিন্তু ভালোভাবে গ্রহণ করছেন না। তাদের দাবি, শুভমানের বর্তমান ফর্মের দিকে তাকিয়েই নাকি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। প্রথম ম্যাচে তিন নম্বরে ব্যাট করতে নেমেও মাত্র ৬ রান করে তিনি প্যাভিলিয়নে ফিরে যান। আর এমন ব্যাটিং পারফরম্যান্সের পর সমর্থকদের বক্তব্য ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচে হয়ত তাকে রিজার্ভ বেঞ্চেই বসিয়ে রাখা হতে পারে। তবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার আগে রোহিত শর্মার মতামত যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হবে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে সকলে ধারণা, বড় সিদ্ধান্ত নিতে পারেন রোহিত শর্মা।

## পুরো ফিট ও ফর্মে থেকেও

# দলে নেই, অকালেই অবসরে ধাওয়ান!

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** জাতীয় দলের জার্সিতে দীর্ঘদিন ধরে ব্রাত্য শেখর ধাওয়ান। প্রথমে টেস্ট থেকে বাদ পড়েন, তারপর টি-২০ থেকে বাদ পড়েন। বাকি ছিল একদিনের ক্রিকেট। সেটা থেকেও দূরে তিনি। ভারতীয় ক্রিকেটের গব্বরের এই আচমকা বাদ পড়ার কারণ এখন সদস্য সমর্থকদের কাছে অজানা। কয়েক বছর আগে তিনি জাতীয় দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। কিন্তু পুরো ফিট ও ফর্মে থাকা সত্ত্বেও তিনি দলে নেই। এশিয়ান গেমসের দলে তাকে দেখতে না পাওয়ায় তার কেরিয়ার শেষ বলেই ধরে নিয়েছেন অনেকে। তবে কি অকালেই অবসরের পথে শেখর ধাওয়ান?

বর্তমানে ভারতের ক্রিকেট বোর্ডের কেন্দ্রীয় চুক্তিতে রয়েছেন ধাওয়ান। গ্রুপ সি-তে রয়েছেন তিনি। বছরে পান ১ কোটি টাকা। তবে এবার এশিয়া কাপ, এশিয়ান গেমস, বিশ্বকাপে তিনি খেলবেন না। অন্তত তার আগে সিরিজ বা নির্বাচকদের কোনওরকম পরিকল্পনায় তিনি নেই। এটা দেখে প্রশ্ন উঠছে, যদি তাকে কোনও পরিকল্পনায় রাখাই না হয় তাহলে তাকে কেন চুক্তিতে রেখেছে ক্রিকেট বোর্ড? ঈশান কিষান ও শুভমান গিলের উত্থানের ফলে ধাওয়ানের কেরিয়ার শেষের দিকে। বিশেষ করে দুই তরুণ তারকা যখন ২০০ রান করেছেন, তখন শেখরের ফেরার সম্ভবনা কমেছে। গিলের ধারাবাহিকতা ধাওয়ানের ফেরাটা কঠিন করেছে। গিল বর্তমানে যেই ছন্দে আছেন তাতে তাকেই এশিয়া কাপ ও বিশ্বকাপে দলে রাখা হবে। অজিত আগারকারের নেতৃত্বাধীন কমিটি বরাবরই তরুণদের জায়গা দিয়েছে। অন্তত ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজ ও এশিয়ান গেমসের জন্য দল দেখে সেটাই মনে হচ্ছে।

এবার পাঞ্জাব কিংসকে নেতৃত্ব দিয়েছেন ধাওয়ান। কয়েকটা ম্যাচ বাদে ছন্দেও ছিলেন। এরপর তিনি চলে যান ন্যাশনাল ক্রিকেট একাডেমিতে। সেখানেই রয়েছেন বর্তমানে। চোট না হলেও তিনি ফিটনেস ভালো করার চেষ্টা করছেন বলে খবর। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের এক কর্মকর্তা জানান, ধাওয়ানের জন্য দরজা বন্ধ নয়। ঠাসা সূচিতে তিন ফর্ম্যাটেই ম্যাচ রয়েছে তাই তাকে ব্যাকআপ হিসেবে রাখা হয়েছে। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন নির্বাচকরা।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR